
সুকুমার রায়
খাই খাই

18/28

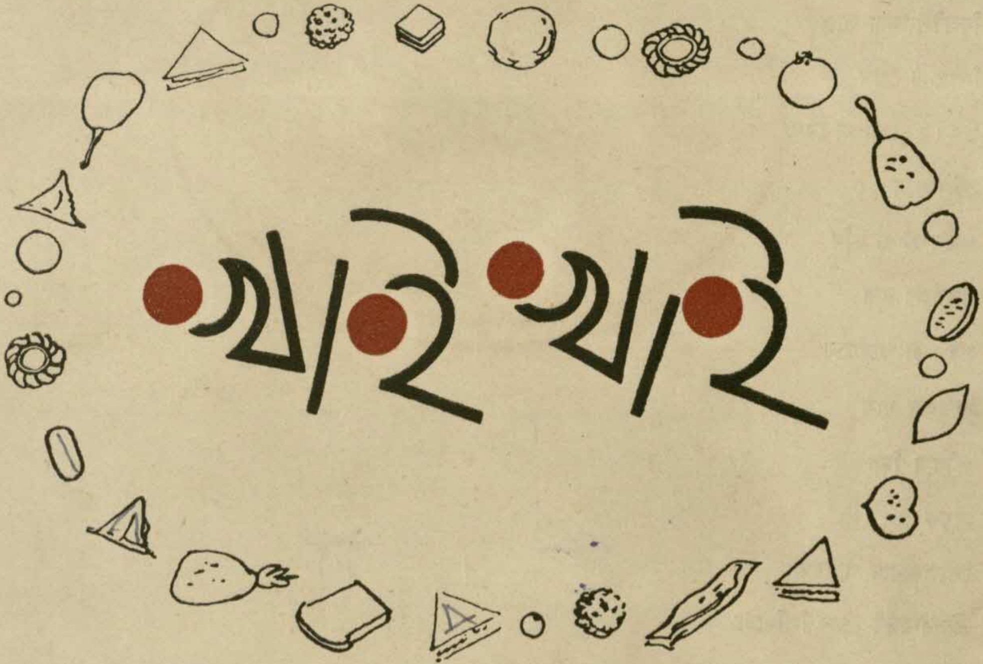
7322

S.I.E

85

খাই খাই

সুকুমার রায়



খাই খাই

সিগনেট প্রেস ● কলিকাতা ২০

প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৫৭

প্রকাশক

দিলীপকুমার গুপ্ত

সিগনেট প্রেস

১০।২ এলগিন রোড

কলিকাতা ২০

প্রচ্ছদপট ও ছবি

সত্যজিৎ রায়

সহায়তা করেছেন

শিবরাম দাস

পীযূষ মিত্র

মুদ্রক

শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড

৩২ আপার সারকুলার রোড

প্রচ্ছদপট মুদ্রক

গসেন এ্যান্ড কোম্পানি

১ শর্ট স্ট্রিট

ব্লক তৈরি করেছেন

প্রোসেস অটো এ্যান্ড প্রিন্ট

২৭৫ বহুবাজার স্ট্রিট

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইন্ডিং ওয়ার্কস

৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রিট

দাম দু'টাকা বারো আনা

সূচিপত্র

সূচনা

এসব কথা শুনলে তোদের লাগবে মনে ধাঁধা,
কেউ বা বুঝে পুরোপুরি কেউ বা বুঝে আধা।

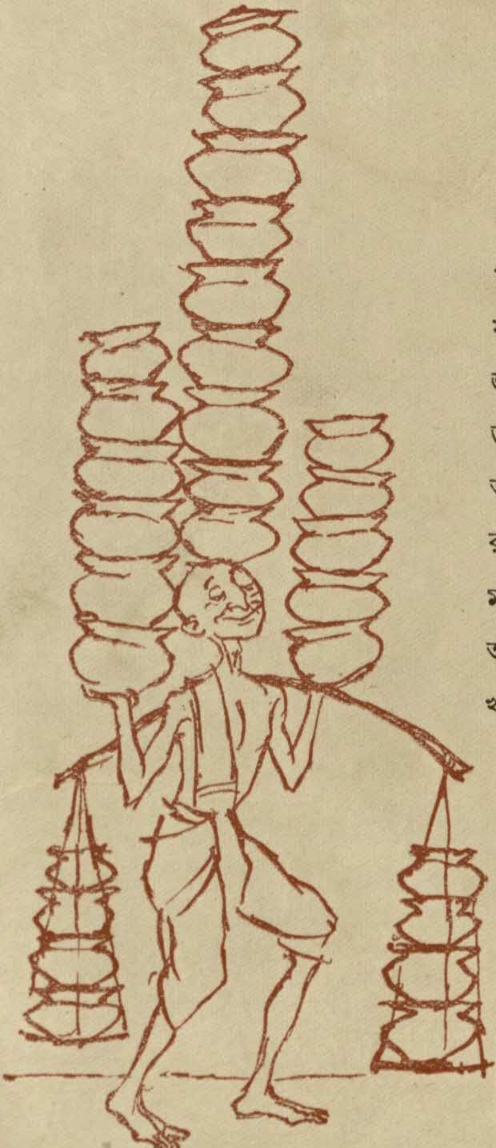
কারে বা কই কিসের কথা, কই যে দফে দফে,
গাছের 'পরে কাঁঠাল দেখে তেল মেখ না গোঁফে।

একটি একটি কথায় যেন সদ্য দাগে কামান,
মন বসনের ময়লা ধুতে তত্ত্বকথাই সাবান।

বেশ বলেছ, ঢের বলেছ, ঐখেনে দাও দাঁড়ি
হাটের মাঝে ভাঙবে কেন বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি!



খাইখাই



খাইখাই কর কেন, এস বস আহারে,
খাওয়ার আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।
যত কিছু খাওয়া লেখে বাঙালীর ভাষাতে,
জড় করে আনি সব, থাক সেই আশাতে।
ডাল ভাত তরকারি ফলমূল শস্য,
আমিষ ও নিরামিষ, চর্ব্য ও চোষ্য।
রুটি লুচি, ভাজাভুজি, টক ঝাল মিষ্টি,
ময়রা ও পাচকের যত কিছু সৃষ্টি।
আর যাহা খায় লোকে স্বদেশে ও বিদেশে,
খুঁজে পেতে আনি খেতে—নয় বড় সিধে সে!

জল খায়, দুধ খায়, খায় যত পানীয়,
জ্যাঠাছেলে বিড়ি খায়, কান ধরে টানিও।
ফল বিনা চিঁড়ে দৈ, ফলাহার হয় তা,
জলযোগে জল খাওয়া শুধু জল নয় তা।
ব্যাঙ খায় ফরাসীরা (খেতে নয় মন্দ),
বার্মার 'ঙাপ্পি'তে বাপ্‌রে কি গন্ধ!
মান্দ্রাজী ঝাল খেলে জ্বলে যায় কণ্ঠ,
জাপানেতে খায় নাকি ফড়িঙের ঘণ্ট!
আরশুলা মুখে দিয়ে সুখে খায় চীনারা,
কত কি যে খায় লোকে নাহি তার কিনারা।
দেখে শুনে চেয়ে খাও, যেটা চায় রসনা,
তা না হলে কলা খাও—চটো কেন? বস না!
সবে হল খাওয়া শুরু, শোন শোন আরো খায়—
সুদ খায় মহাজনে, ঘুষ খায় দারোগায়।
বাবু যান হাওয়া খেতে চড়ে জুড়ি-গাড়িতে,
খাসা দেখ 'খাপ্ খায়' চাপ্‌কানে দাড়িতে।
তেলে জলে 'মিশ খায়', শুনেছ তা কেও কি?
যুদ্ধে যে গুলি খায় গুলিখোর সেও কি?
ডিঙি চড়ে স্রোতে পড়ে পাক খায় জেলেরা,
ভয় খেয়ে খাবি খায় পাঠশালে ছেলেরা।
বেত খেয়ে কাঁদে কেউ, কেউ শুধু গালি খায়,
কেউ খায় থতমত—তাও লিখি তালিকায়।
ভিখারীটা তাড়া খায়, ভিখ্ নাহি পায়রে,
'দিন আনে দিন খায়' কত লোকে হায়রে।







হোঁচটের চোট্ খেয়ে খোকা ধরে কান্না,
মা বলেন চুমু খেয়ে, 'সেরে গেছে, আর না।'
ধমক বকুনি খেয়ে নয় যারা বাধ্য,
কিল চড় লাথি ঘুঁষি হয় তার খাদ্য।
জুতো খায় গুঁতো খায়, চাবুক যে খায়রে,
তবু যদি নুন খায় সেও গুণ গায়রে।
গরমে বাতাস খাই, শীতে খাই হিম্‌সিম্‌,
পিছ্‌লে আছাড় খেয়ে মাথা করে ঝিম্‌ঝিম্‌।
কত যে মোচড় খায় বেহালার কানটা,
কানমলা খেলে তবে খোলে তার গানটা।
টোল খায় ঘটি বাটি, দোল খায় খোকারা,
ঘাবড়িয়ে ঘোল খায় পদে পদে বোকারা।
আকাশেতে কাত হয়ে গোঁত খায় ঘুড়িটা,
পালোয়ান খায় দেখ ডিগবাজি কুড়িটা।
ফুটবলে ঠেলা খাই, ভিড়ে খাই ধাক্কা,
কাশীতে প্রসাদ খেয়ে সাধু হই পাক্কা!
কথা শোন, মাথা খাও, রোদ্দুরে যেও না,
আর যাহা খাও বাপু বিষমটি খেও না।
'ফেল্' করে মুখ খেয়ে কেঁদেছিলে সেবারে,
আদা-নুন খেয়ে লাগ, পাশ কর এবারে।
ভ্যাবাচ্যাকা খেও নাকো, যেও নাকো ভড়্‌কে,
খাওয়াদাওয়া শেষ হলে বসে খাও খড়্‌কে।
এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা—
খাও তবে কচু পোড়া, খাও তবে ঘণ্টা।



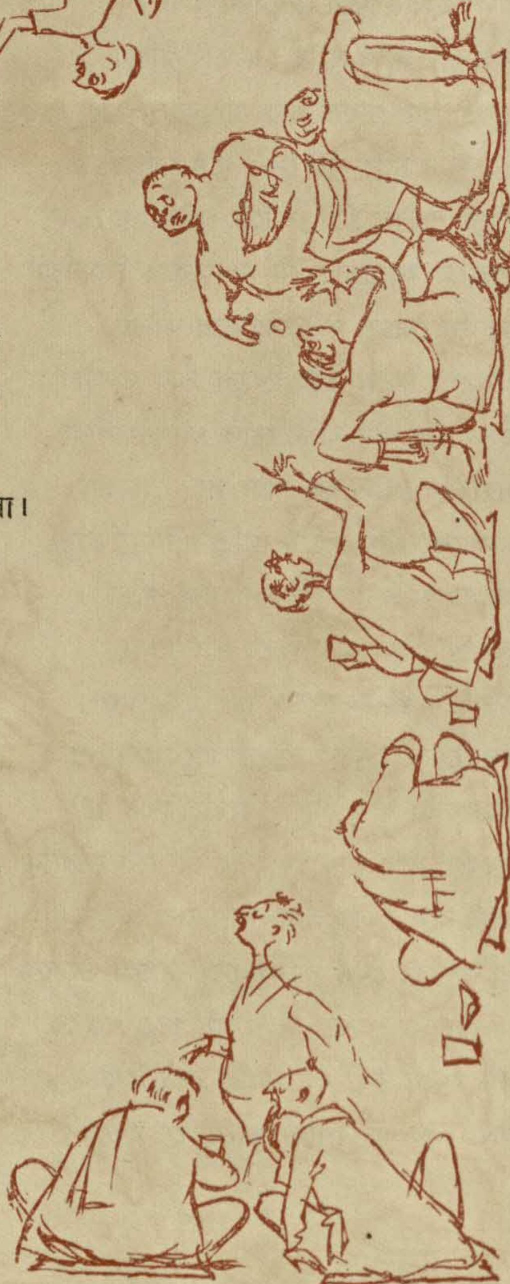




পরিবেষণ



'পরি'পূর্বক 'বিষ'ধাতু তাহে 'অনট্' বসে
তবে ঘটায় পরিবেষণ, লেখে অমরকোষে।
অর্থাৎ ভোজের ভাণ্ড হাতে লয়ে মেলা
ডেলা ডেলা ভাগ করি পাতে পাতে ফেলা।
এই দিকে এস তবে লয়ে ভোজভাণ্ড
সম্মুখে চাহিয়া দেখ কি ভীষণ কাণ্ড!
কেহ কহে 'দৈ আন্' কেহ হাঁকে 'লুচি'
কেহ কাঁদে শূন্য মুখে পাতখানি মুছি।
হোথা দেখি দুই প্রভু পাত্র লয়ে হাতে
হাতাহাতি গুঁতাগুঁতি দ্বন্দ্বরণে মাতে।
কেবা শোনে কার কথা সকলেই কর্তা
অনাহারে কতধারে হল প্রাণ হত্যা।
কোনো প্রভু হস্তিদেহ ভুঁড়িখানা ভারি
ঊর্ধ্ব হতে থপ্ করি খাদ্য দেন ছাড়ি।
কোনো চাচা অন্ধপ্রায় ('মাইনাস্' কুড়ি)
ছড়ায় ছোলার ডাল পথঘাট জুড়ি।
মাতব্বর যায় দেখ মুদি চক্ষু দুটি
'কারো কিছু চাই' বলি তড়বড় ছুটি।





বীরোচিত ধীর পদে এস দেখি ত্রস্তে
ওই দিকে খালি পাত, চল হাঁড়ি হস্তে।
তবে দেখ, খাদ্য দিতে অতিথির থালে
দৈবাৎ না ঢোকে কভু যেন নিজ গালে।
ছুটোনাকো ওরকম মিছে খালি হাতে
দিও না মাছের মুড়ো নিরামিষ পাতে।
অযথা আক্রোশে কিংবা অন্যায় আদরে
ঢেলো না অম্বল কারো নূতন চাদরে।
বোকাবৎ দন্তপাটি করিয়া বাহির
করোনাকো অকারণে কৃতিত্ব জাহির।



দাঁড়ের কবিতা



চুপ কর্, শোন্ শোন্, বেয়াকুল হোস্‌নে,
ঠেকে গেছি বাপ্‌রে কি ভয়ানক প্রশ্নে!
ভেবে ভেবে লিখে লিখে বসে বসে দাঁড়েতে,
ঝিম্‌ঝিম্ টন্‌টন্ ব্যথা করে হাড়েতে।
এক ছিল দাঁড়ি মাঝি—দাড়ি তার মস্ত,
দাড়ি দিয়ে দাঁড়ি তার দাঁড়ে খালি ঘষ্‌ত।
সেই দাঁড়ে একদিন দাঁড়কাক দাঁড়াল,
কাঁকড়ার দাঁড়া দিয়ে দাঁড়ি তারে তাড়াল।
কাক বলে রেগেমেগে, 'বাড়াবাড়ি ঐ তো!
না দাঁড়াই দাঁড়ে তবু দাঁড়কাক হই তো?
ভারি তোর দাঁড়িগিরি, শোন্ বলি তবে রে—
দাঁড় বিনা তুই ব্যাটা দাঁড়ি হোস্ কবে রে?
পাখা হলে 'পাখি' হয় ব্যাকরণ বিশেষে,
কাঁকড়ার 'দাঁড়া' আছে, দাঁড়ি নয় কিসে সে?
দ্বারে বসে দারোয়ান, তারে যদি 'দ্বারী' কয়,
দাঁড়ে-বসা যত পাখি সব তবে দাঁড়ি হয়!
দূর দূর! ছাই দাঁড়ি! দাড়ি নিয়ে পাড়ি দে!'
দাঁড়ি বলে, 'বাস্ বাস্! ঐখেনে দাঁড়ি দে।'

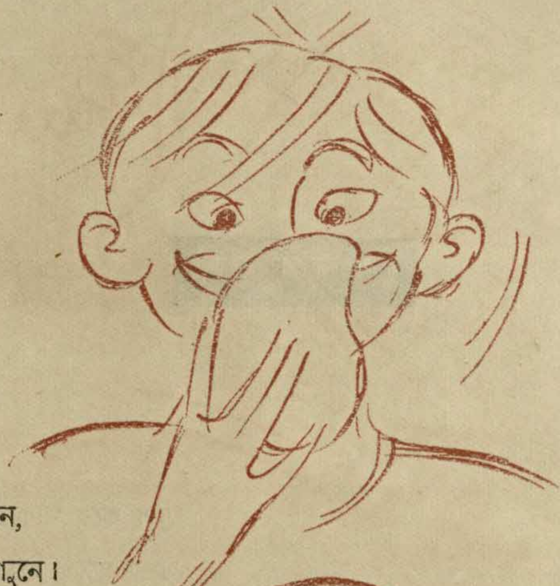
চুপ করে থাক্‌



চুপ করে থাক্‌, তর্ক করার বদভ্যাসটি ভালো না,
এক্কেবারেই হয় না ওতে বুদ্ধিশক্তির চালনা।
দেখ্‌তো দেখি আজও আমার মনের তেজটি নেভেনি,
এইবার শোন্‌ বলছি এখন—কি বলছিলেম ভেবেনি!
বলছিলাম কি, আমি একটা বই লিখেছি কবিতার,
উঁচু রকম পদ্যে লেখা আগাগোড়াই সবই তার।
তাইতে আছে 'দশমুখে চায়, হজম করে দশোদর
শ্মশানঘাটে শষ্পানি খায় শশব্যস্ত শশধর।'
এই কথাটার অর্থ যে কি, ভাবছে না কেউ মোটেও,
বুঝছে না কেউ লাভ হবে কি, অর্থ যদি জোটেও!
এরই মধ্যে হাই তুলিস যে? পুঁতে ফেলব এখনি,
ঘুঘু দেখেই নাচতে শুরু, ফাঁদ তো বাবা দেখনি!
কি বললি তুই? সাতান্নবার শুনেছিস ঐ কথাটা?
এমন মিথ্যে কইতে পারিস, লক্ষ্মীছাড়া বখাটা!
আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাধ্যি নেইকো পেরোবার,
হিসেব দেব, বলেছি এই চোদ্দবার কি তেরোবার।
সাতান্ন তুই গুনতে পারিস? মিথ্যেবাদী! গুনে যা—
ও শ্যামাদাস! পালাস কেন? রাগ করিনি, শুনে যা।



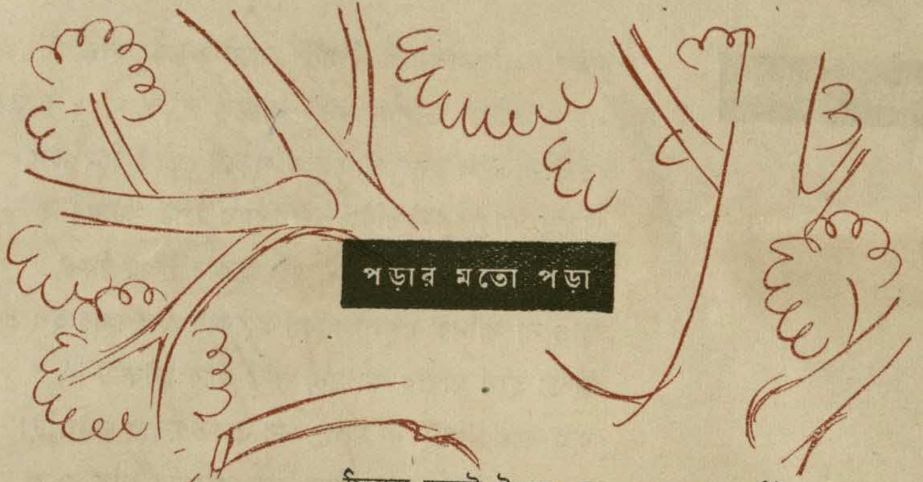
পাকাপাকি



আম পাকে বৈশাখে কুল পাকে ফাগুনে,
কাঁচা ইঁট পাকা হয় পোড়ালে তা আগুনে।
রোদে জলে টিকে রঙ, পাকা কই তাহারে,
ফলারটি পাকা হয় লুচি দধি আহারে।
হাত পাকে লিখে লিখে, চুল পাকে বয়সে,
জ্যাঠামিতে পাকা ছেলে বেশি কথা কয় সে।
লোকে কয় কাঁঠাল সে পাকে নাকি কিলিয়ে?
বুদ্ধি পাকিয়ে তোলে লেখাপড়া গিলিয়ে!
কান পাকে ফোড়া পাকে, পেকে করে টনটন,
কথা যার পাকা নয়, কাজে তার ঠনঠন।
রাঁধুনী বসিয়া পাকে পাক দেয় হাঁড়িতে,
সজোরে পাকালে চোখ ছেলে কাঁদে বাড়িতে।
পাকায়ে পাকায়ে দড়ি টান হয়ে থাকে সে,
দুহাতে পাকালে গোঁফ তবু নাহি পাকে সে!







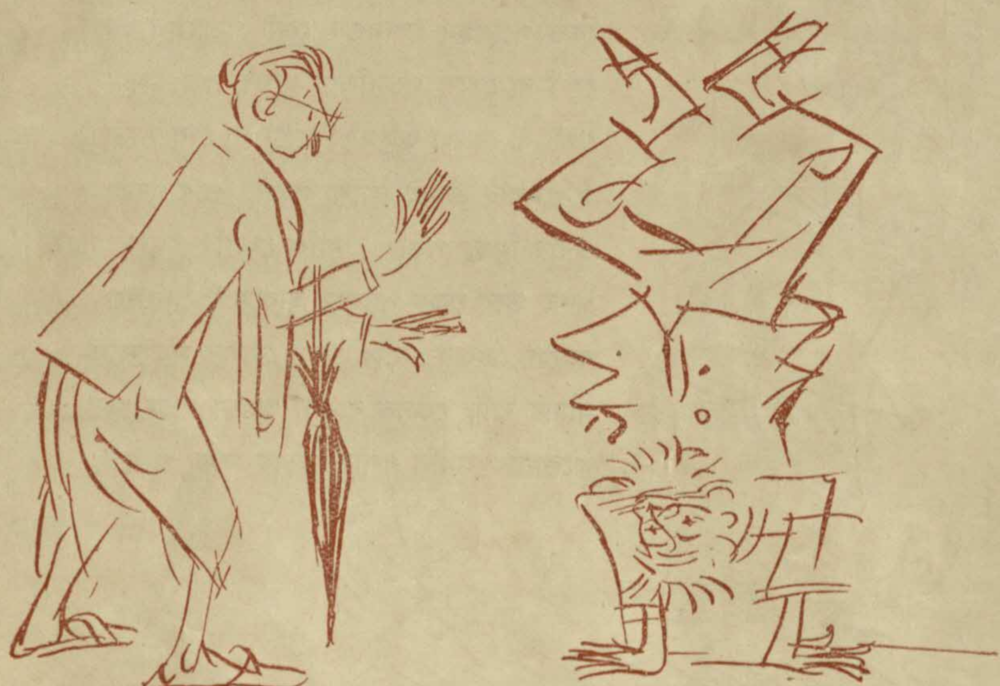
পড়ার মতো পড়া



ফিরল সবাই ইস্কুলেতে সাঙ্গ হল ছুটি,
আবার চলে বই-বগলে সবাই গুটিগুটি।
পড়ার পরে কার কি রকম মনটি ছিল এবার,
সময় এল এখন তারই হিসেবখানা দেবার।
কেউ পড়েছেন পড়ার পুঁথি, কেউ পড়েছেন গল্প,
কেউ পড়েছেন হদ্দমতন, কেউ পড়েছেন অল্প।
কেউ বা তেড়ে গড়গড়িয়ে মুখস্থ কয় ঝাড়া,
কেউ বা কেবল কাঁচুমাচু মোটে না দেয় সাড়া।
গুরুমশাই এসেই ক্লাশে বলেন, 'ওরে গদাই
এবার কিছু পড়লি? নাকি খেলতি কেবল সদাই?'
গদাই ভয়ে চোক পাকিয়ে ঘাবড়ে গিয়ে শেষে
বললে, 'এবার পড়ার ঠেলা বেজায় সর্বনেশে—
মামার বাড়ি যেমনি যাওয়া অমনি গাছে চড়া,
একেবারে অমনি ধপাস পড়ার মতো পড়া!'

নাচের বাতিক

বয়স হল অষ্টআশি, চিমসে গায়ে ঠুনকো হাড়,
নাচছে বুড়ো উল্টোমাথায়—ভাঙলে বুঝি মুণ্ডু ঘাড়!
হেঁইয়ো বলে হাত পা ছেড়ে পড়ছে তেড়ে চিৎপটাং,
উঠছে আবার ঝটপটিয়ে এক্কেবারে পিঠ সটান।
বুঝিয়ে বলি, 'বৃদ্ধ তুমি এই বয়েসে করছ কি?
খাও না খানিক মশলা গুলে হুঁকোর জল আর হর্তকী।
ঠাণ্ডা হবে মাথার আগুন, শান্ত হবে ছটফটি—'
বৃদ্ধ বলে, 'থাম্ না বাপু, সব তাতে তোর পটপটি!
ঢের খেয়েছি মশলা পাঁচন, ঢের মেখেছি চর্বি তেল,
তুই ভেবেছিস আমায় এখন চাল মেরে তুই করবি ফেল?'
এই না বলে ডাইনে বাঁয়ে লম্ফ দিয়ে হুশ্ করে,
হঠাৎ খেয়ে উল্টোবাজি ফেললে আমায় 'পুশ্' করে।



'নাচলে অমন উল্টো রকম,' আবার বলি বুঝিয়ে তায়,
'রক্তগুলো হুড়হুড়িয়ে মগজ পানে উজিয়ে যায়।'
বললে বুড়ো, 'কিন্তু বাবা, আসল কথা সহজ এই—
ঢের দেখেছি পরখ করে, কোথাও আমার মগজ নেই।
তাইতে আমার হয়না কিছু, মাথায় যে সব ফক্কিফাঁক,
যতই নাচি উল্টো নাচন, যতই না খাই চর্কিপাক।'
বলতে গেলাম 'তাও কি হয়'—অমনি হঠাৎ ঠ্যাং নেড়ে
আবার বুড়ো হুড়মুড়িয়ে ফেললে আমায় ল্যাং মেরে।
ভাবছি সবে মারব ঘুঁষি এবার বুড়োর রগ ঘেঁষে,
বললে বুড়ো, 'করব কি বল্? করায় এসব অভ্যেসে।
ছিলাম যখন রেল-দারোগা চড়তে হত ট্রেইনেতে,
চলতে গিয়ে ট্রেনগুলো সব পড়ত প্রায়ই ড্রেইনেতে।
তুবড়ে যেত রেলের গাড়ি লাগত গুঁতো চাক্কাতে,
ছিটকে যেতাম যখন তখন হঠাৎ এক এক ধাক্কাতে।
নিত্যি ঘুমাই এক চোখে তাই, নড়লে গাড়ি—অমনি বাপ্,
এম-নি করে ডিগবাজিতে এক্কেবারে শূন্যে লাফ!
তাইতে হল নাচের নেশা, হঠাৎ হঠাৎ নাচন পায়,
বসতে শুতে আপনা ভুলে ডিগবাজি খাই আচম্কায়!
নাচতে গিয়ে দৈবে যদি ঠ্যাং লাগে তোর পাঁজরাতে,
তাই বলে কি চটতে হবে? কিম্বা রাগে গজরাতে?'
আমিও বলি, 'ঘাট হয়েছে, তোমার খুরে দণ্ডবৎ,
লাফাও তুমি যেমন খুশি, আমরা দেখি অন্য পথ!'

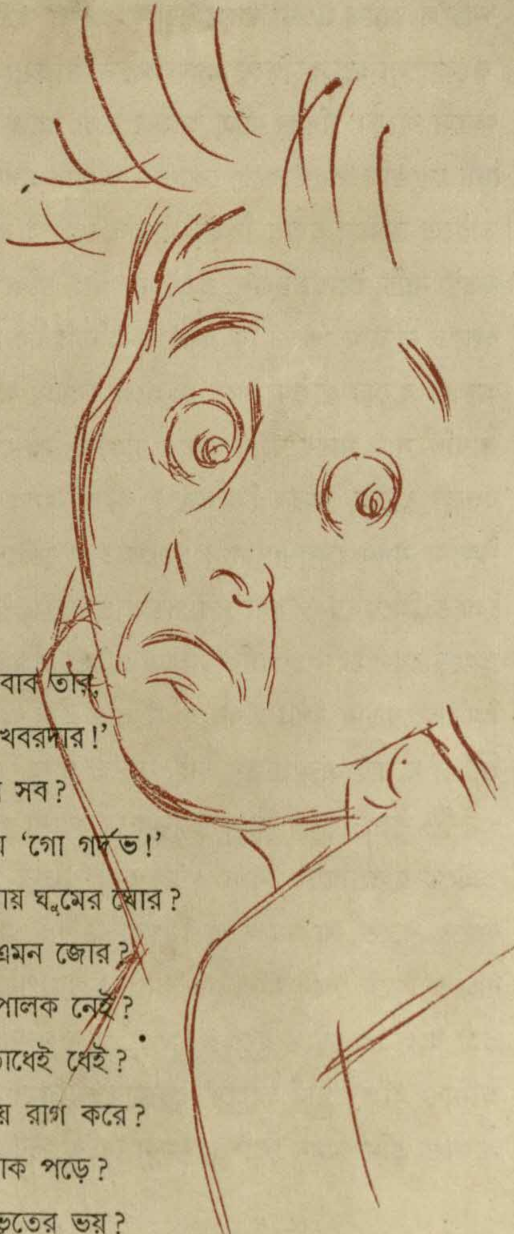








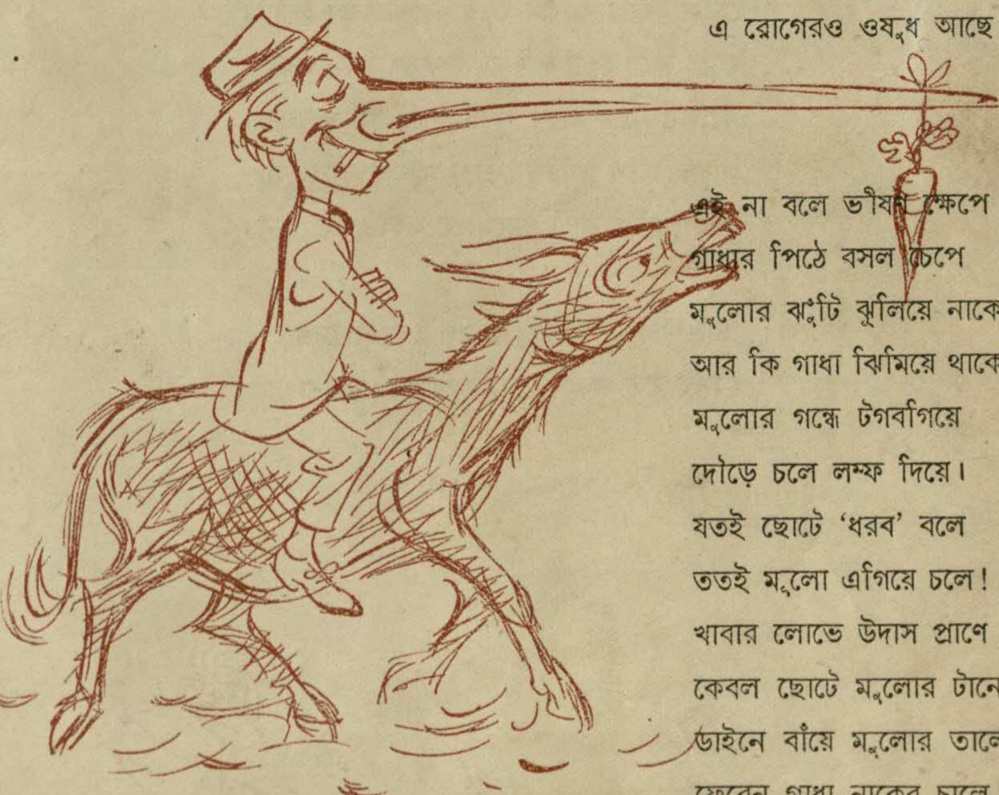
বিষম চিন্তা



মাথায় কত প্রশ্ন আসে, দিচ্ছে না কেউ জবাব তার,
সবাই বলে, 'মিথ্যে বাজে বকিসনে আর খবরদার!'
অমন ধারা ধমক দিলে কেমন করে শিখব সব?
বলবে সবাই 'মুখ্যু ছেলে', বলবে আমায় 'গো গর্দভ!'
কেউ কি জানে দিনের বেলায় কোথায় পালায় ঘুমের ঘোর?
বর্ষা হলেই ব্যাঙের গলায় কোত্থেকে হয় এমন জোর?
গাধার কেন শিঙ থাকে না, হাতির কেন পালক নেই?
গরম তেলে ফোড়ন দিলে লাফায় কেন তাধেই ধেই?
সোডার বোতল খুললে কেন ফোঁসফোঁসিয়ে রাগ করে?
কেমন করে রাখবে টিকি মাথায় যাদের টাক পড়ে?
ভূত যদি না থাকবে তবে কোত্থেকে হয় ভূতের ভয়?
মাথায় যাদের গোল বেধেছে তাদের কেন 'পাগোল' কয়?
কতই ভাবি এসব কথা, জবাব দেবার মানুষ কই?
বয়েস হলে কেতাব খুলে জানতে পাব সমস্তই।

এক যে ছিল সাহেব

এক যে ছিল সাহেব, তাহার
গুণের মধ্যে নাকের বাহার।
তার যে গাধা বাহন, সেটা
যেমন পেটুক তেমনি ঢ্যাঁটা।
ডাইনে বললে যায় সে বামে
তিনপা যেতে দুবার থামে।
চলতে চলতে থেকে থেকে
খানায় খন্দে পড়ে বেঁকে।
ব্যাপার দেখে এমনি তরো
সাহেব বললে 'সবুর করো,
মামদোবাজি আমার কাছে?
এ রোগেরও ওষুধ আছে।'



এই না বলে ভীষণ ক্ষেপে
গাধার পিঠে বসল চেপে
মুলোর ঝুঁটি ঝুলিয়ে নাকে।
আর কি গাধা ঝিমিয়ে থাকে?
মুলোর গন্ধে টগবগিয়ে
দৌড়ে চলে লম্ফ দিয়ে।
যতই ছোটে 'ধরব' বলে
ততই মুলো এগিয়ে চলে!
খাবার লোভে উদাস প্রাণে
কেবল ছোটে মুলোর টানে—
ডাইনে বাঁয়ে মুলোর তালে
ফেরেন গাধা নাকের চালে।

আমার নাম 'বাঃ'

প্রথম। বাঃ—আমার নাম 'বাঃ'!
বসে থাকি তোফা তুলে পায়ের উপর পা।
লেখাপড়ার ধার ধারিনে, বছর ভরে ছুটি,
হেসে খেলে আরাম করে দুশো মজা লুটি।
কারে কবে কেয়ার করি, কিসের করি ডর?
কাজের নামে কম্প দিয়ে গায়ে আসে জ্বর।
গাধার মতন খাটিস তোরা মুখটি করে চুন,
আহাম্মুকি কাণ্ড দেখে হেসেই আমি খুন।

সকলে। আস্ত একটি গাধা তুমি স্পষ্ট গেল দেখা,
হাসছ যত, কান্না তত কপালেতে লেখা।



দ্বিতীয়। 'যদি' বলে ডাকে আমায়, নামটি আমার 'যদি'!
আশায় আশায় বসে থাকি হেলান দিয়ে গদি।
সব কাজেতে থাকত যদি খেলার মতো মজা,
লেখাপড়া হত যদি জলের মতো সোজা!
স্যাণ্ডো সমান ষণ্ডা হতাম যদি গায়ের জোরে,
প্রশংসাতে আকাশ পাতাল যদি যেত ভরে!
উঠে পড়ে লেগে যেতাম বাজে তর্ক ফেলে,
করতে পারি সবি--যদি সহজ উপায় মেলে।

সকলে। হাতের কাছে সুযোগ, তবু 'যদি'র আশায় বসে,
নিজের মাথা খাচ্ছ বাপু নিজের বুদ্ধি দোষে।



তৃতীয়। আমার নাম 'বটে'! আমি সদাই আছি চটে,
কটমটিয়ে তাকাই যখন, সবাই পালায় ছুটে।
চশমা পরে বিচার করে, চিরে দেখাই চুল,
উঠতে বসতে কচ্ছে সবাই হাজার গণ্ডা ভুল।
আমার চোখে ধুলো দেবে সাধ্যি আছে কার?
ধমক শুনে ভূতের বাবা হচ্ছে পগার পার!
হাসছ? বটে! ভাবছ বুঝি মস্ত তুমি লোক,
একটি আমার ভেংচি খেলে উল্টে যাবে চোখ!

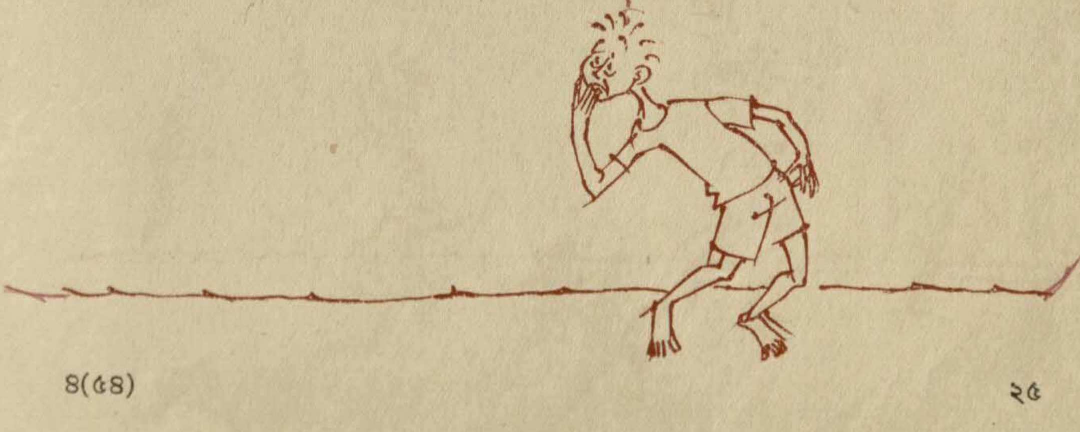
সকলে। দিচ্ছ গালি লোকের তাতে কিবা এল গেল?
আকাশেতে থুতু ছুঁড়ে—নিজের গায়েই ফেল।



আমার নাম 'কিন্তু'

চতুর্থ। আমার নাম 'কিন্তু', আমায় 'কিন্তু' বলে ডাকে,
সকল কাজে একটা কিছু গলদ লেগে থাকে।
দশটা কাজে লাগি কিন্তু আটটা করি মাটি,
ষোল আনা কথায় কিন্তু সিকি মাত্র খাঁটি।
লম্ফঝম্ফ বহুৎ কিন্তু কাজের নাইকো ছিরি,
ফোঁস্ করে যাই তেড়ে—আবার ল্যাজ গুটিয়ে ফিরি।
পাঁচটা জিনিস গড়তে গেলে, দশটা ভেঙে চুর,
বল্ দেখি ভাই কেমন আমি সাবাস বাহাদুর!

সকলে। উচিত তোমায় বেঁধে রাখা নাকে দিয়ে দড়ি,
বেগারখাটা পণ্ডকাজের মূল্য কানাকড়ি।

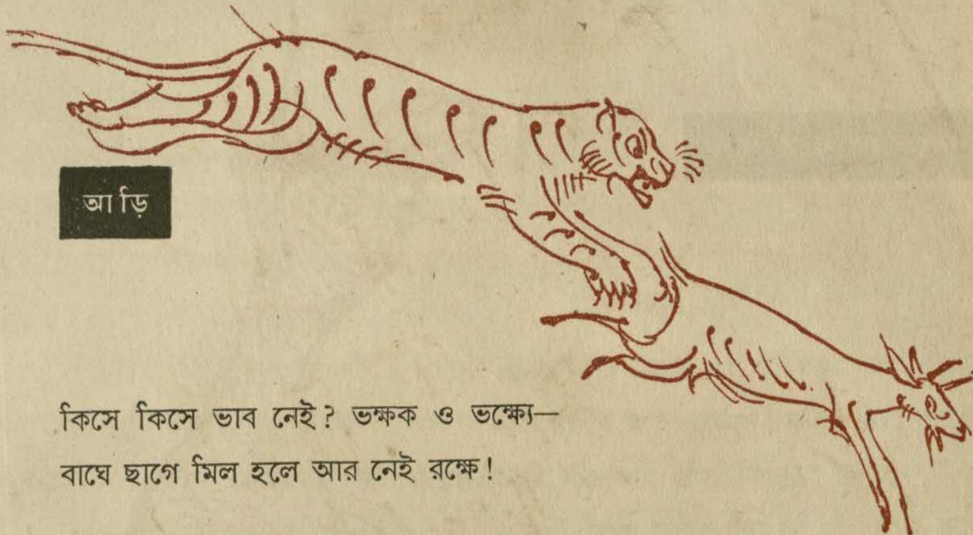


আমার নাম 'তবু'

পঞ্চম। আমার নাম 'তবু', তোমরা কেউ কি আমায় চেনো?
দেখতে ছোট তবু আমার সাহস আছে জেনো।
এইটুকু মানুষ তবু দ্বিধা নাইকো মনে,
যে কাজেতেই লাগি আমি খাটি প্রাণপণে।
এমনি আমার জেদ, যখন অঙ্ক নিয়ে বসি,
একুশ বারে না হয় যদি, বাইশ বারে কষি।
হাজার আসুক বাধা, তবু উৎসাহ না কমে,
হাজার লোকে চোখ রাঙালে তবু না যাই দমে।

সকলে। নিষ্কম্মারা গেল কোথা, পালালো কোন দেশে?
কাজের মানুষ কারে বলে দেখুক এখন এসে।
হেসে খেলে, শুয়ে বসে কত সময় যায়,
সময়টা যে কাজে লাগায়, চালাক বলে তায়।





আড়ি

কিসে কিসে ভাব নেই? ভক্ষক ও ভক্ষ্যে—
বাঘে ছাগে মিল হলে আর নেই রক্ষে!

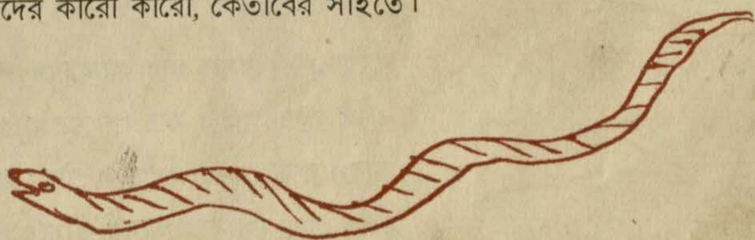
শেয়ালের সাড়া পেলে কুকুরেরা তৈরি,
সাপে আর নেউলে তো চিরকাল বৈরী!

আদা আর কাঁচকলা. মেলে কোনোদিন সে?
কোকিলের ডাক শুনে কাক জ্বলে হিংসেয়।

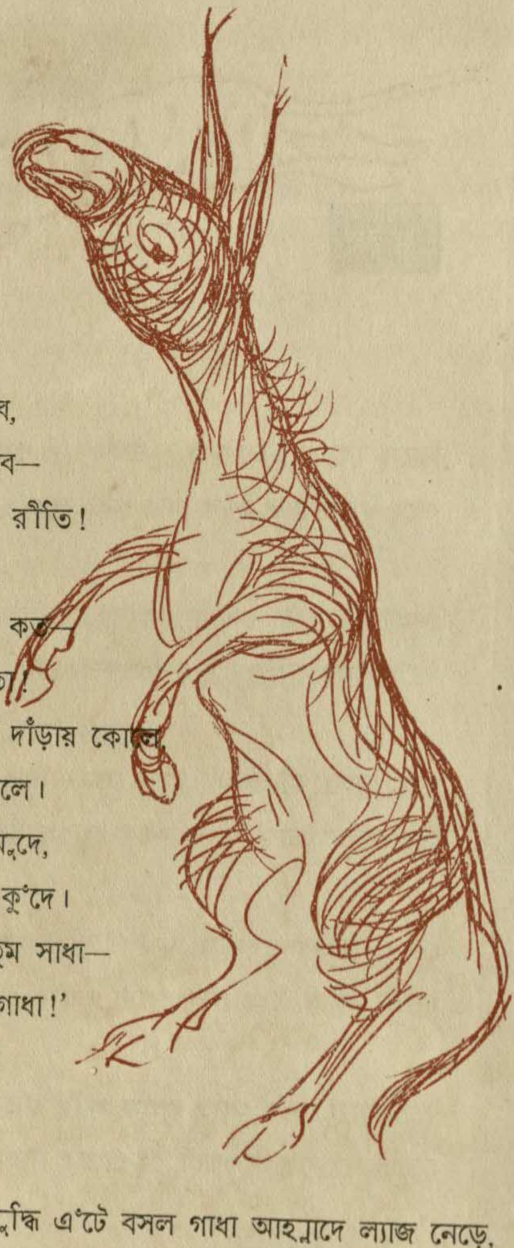
তেলে দেওয়া বেগুনের ঝগড়াটা দেখনি?
ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ রাগ যেন খেতে আসে এখনি!



তার চেয়ে বেশি আড়ি আমি পারি কহিতে—
তোমাদের কারো কারো, কেতাবের সহিতে।



সাধে কি বলে গাধা



বললে গাধা মনের দুঃখে অনেকখানি ভেবে,
‘বয়েস গেল খাটতে খাটতে, বৃদ্ধ হলাম এবে—
কেউ করে না তোয়াজ তবু, সংসারের কি রীতি!
ইচ্ছে করে এক্ষুনি দিই কাজে কর্মে ইতি।
কোথাকার ঐ নোংরা কুকুর, আদর যে তার কত—
যখন তখন ঘুমোচ্ছে সে লাটসাহেবের মতো!
ল্যাজ নেড়ে যেই, ঘেউ ঘেউ ঘেউ, লাফিয়ে দাঁড়ায় কোলে,
মনিব আমার বোক্‌চন্দর, আহ্লাদে যান গলে।
আমিও যদি সেয়ানা হতুম, আরামে চোখ মুদে,
রোজ মনিবের মন ভোলাতুম অমনি নেচে কুঁদে।
ঠ্যাং নাচাতুম, ল্যাজ দোলাতুম, গান শোনাতুম সাধা—
এ বুদ্ধিটা হয়নি আমার—সাধে কি বলে গাধা!’



বুদ্ধি এ‌ঁটে বসল গাধা আহ্লাদে ল্যাজ নেড়ে,
নাচল কত, গাইল কত, প্রাণের মায়া ছেড়ে।
তারপরেতে শেষটা ক্রমে স্ফূর্তি এল প্রাণে,
চলল গাধা খোদ্‌ মনিবের ড্রয়িংরুমের পানে।

মনিবসাহেব ঝিমুচ্ছিলেন চেয়ারখানি জুড়ে,
গাধার গলার শব্দে হঠাৎ তন্দ্রা গেল উড়ে।
চম্‌কে উঠে গাধার নাচন যেমনি দেখেন চেয়ে,
হাসির চোটে সাহেব বুঝি মরেন বিষম খেয়ে!
ভাবলে গাধা—এই তো মনিব জল হয়েছেন এসে,
এইবারে যাই আদর নিতে কোলের কাছে ঘেঁষে।
এই না ভেবে এক্কেবারে আহ্লাদেতে ক্ষেপে,
চড়ল সে তাঁর হাঁটুর উপর দুই পা তুলে চেপে।
সাহেব ডাকেন 'ত্রাহি ত্রাহি' গাধাও ডাকে 'ঘ্যাঁকো'
(অর্থাৎ কিনা 'কোলে চড়েছি, এখন আমায় দ্যাখো!')





ডাক শুনে সব দৌড়ে এল ব্যস্ত হয়ে ছুটে,
দৌড়ে এল চাকর বাকর মিস্ত্রী মজুর মুটে।
দৌড়ে এল পাড়ার লোকে, দৌড়ে এল মালী,
কারুর হাতে ডাণ্ডা লাঠি, কারু বা হাত খালি।
ব্যাপার দেখে অবাক সবাই, চক্ষু ছানাবড়া!
সাহেব বললে, 'উচিত মতন শাসনটি চাই কড়া।'
'হাঁ হাঁ' বলে ভীষণ রকম উঠল সবাই চটে,
দে দমাদম্ মারের চোটে গাধার চমক ছোটে।
ছুটল গাধা প্রাণের ভয়ে গানের তালিম ছেড়ে,
ছুটল পিছে একশো লোকে হুড়মুড়িয়ে তেড়ে।
তিন পা যেতে দশ ঘা পড়ে, রক্ত ওঠে মুখে,
কষ্টে শেষে রক্ষা পেল কাঁটার ঝোপে ঢুকে।
কাঁটার ঘায়ে চামড়া গেল, সার হল তার কাঁদা,
ব্যাপার শুনে বললে সবাই—'সাধে কি বলে গাধা!'

নিঃস্বার্থ

গোপ্‌লাটা কি হিংসুটে মা! খাবার দিলেম ভাগ করে,
বললে নাকো মুখেও কিছু, ফেললে ছুঁড়ে রাগ করে।
জ্যাঠাইমা যে মিষ্টি দিলেন 'দুই ভায়েতে খাও' বলে
দশটি ছিল, একটি তাহার চাখতে নিলেম ফাও বলে।
আর যে ন'টি, ভাগ করে তায়, তিনটে দিলেম গোপ্‌লাকে,
তবুও কেবল হ্যাংলা ছেলে আমার ভাগেই চোখ রাখে।
বুঝিয়ে বলি, 'কাঁদিস কেন? তুই যে নেহাত কনিষ্ঠ,
বয়েস বুঝে সামলে খাবি, তা নৈলে হয় অনিষ্ট।
তিনটি বছর তফাত মোদের, জ্যায়দা হিসাব গুনতি তাই,
মোদ্দা আমার ছয়খানি হয়, তিন বছরে তিনটি পাই।'
তাও মানে না, কেবল কাঁদে—স্বার্থপরের শয়তানী,
শেষটা আমায় মেঠাইগুলো খেতেই হল সবখানি।



হিংসুটিদের গান

আমরা ভালো লক্ষ্মী সবাই তোমরা ভারি বিশ্রী,
তোমরা খাবে নিমের পাচন, আমরা খাব মিস্‌রী।
আমরা পাব খেলনা পুতুল, আমরা পাব চম্‌চম্‌,
তোমরা তো তা পাচ্ছ না কেউ, পেলেও পাবে কম্‌কম্‌।
আমরা শোব খাট্‌পালঙে মায়ের কাছে ঘেঁষটে,
তোমরা শোবে অন্ধকারে একলা ভয়ে ভেস্তে।
আমরা যাব জাম্‌তাড়াতে, চড়ব কেমন ট্রেইনে,
চেঁচাও যদি 'সঙ্গে নে যাও' বলব 'কলা এই নে'!
আমরা ফিরি বুক ফুলিয়ে রঙিন জুতোয় মচ্‌মচ্‌,
তোমরা হাঁদা নোংরা ছিছি হ্যাংলা নাকে ফঁচ্‌ফঁচ্‌।
আমরা পরি রেশ্‌মি জরি, আমরা পরি গয়না,
তোমরা সেসব পাও না বলে তাও তোমাদের সয় না।
আমরা হব লাটমেজাজী, তোমরা হবে কিপ্‌টে,
চাইবে যদি কিচ্ছু তখন ধরব গলা চিপ্‌টে।



তেজিয়ান

চলে খচ্‌খচ্‌ রাগে গজ্‌গজ্‌ জুতা মচ্‌মচ্‌ তানে,
ভুরু কট্‌মট্‌ ছড়ি ফট্‌ফট্‌ লাথি চট্‌পট্‌ হানে।

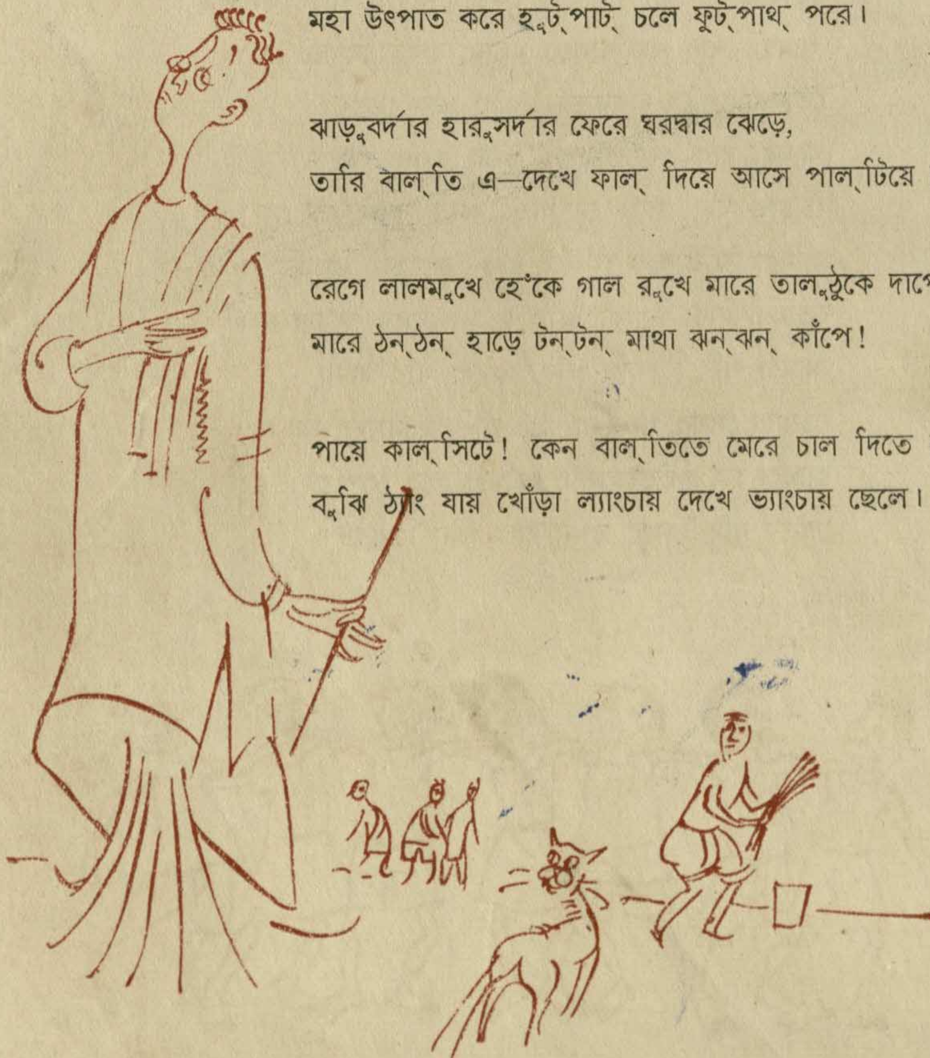
দেখে বাঘ-রাগ লোকে 'ভাগ্‌ভাগ্‌' করে আগভাগ থেকে,
ভয়ে লাফঝাঁপ বলে 'বাপ বাপ' সবে হাবভাব দেখে।

লাথি চার চার খেয়ে মার্জার ছোটে যার যার ঘরে,
মহা উৎপাত করে হুট্‌পাট্‌ চলে ফুট্‌পাথ্‌ পরে।

ঝাড়ুবর্দার হারুসর্দার ফেরে ঘরদ্বার ঝেড়ে,
তারি বাল্‌তি এ—দেখে ফাল্‌ দিয়ে আসে পাল্‌টিয়ে তেড়ে।

রেগে লালমুখে হেঁকে গাল রুখে মারে তালুঠুকে দাপে,
মারে ঠন্‌ঠন্‌ হাড়ে টন্‌টন্‌ মাথা ঝন্‌ঝন্‌ কাঁপে!

পায়ে কাল্‌সিটে! কেন বাল্‌তিতে মেরে চাল দিতে গেলে?
বুঝি ঠ্যাং যায় খোঁড়া ল্যাংচায় দেখে ভ্যাংচায় ছেলে।



ছুটির খবর



দেখছে খোকা পঞ্জিকাতে এই বছরে কখন কবে
ছুটির কত খবর লেখে, কিসের ছুটি কদিন হবে।

ঈদ মহরম দোল দেওয়ালি বড়দিন আর বর্ষশেষে
ভাবছে যত ফুল্লমুখে ফুর্তিভরে ফেলছে হেসে।

এমনকালে নীল আকাশে হঠাৎ-খ্যাপা মেঘের মতো
উথলে ছোটে কান্নাধারা ডুবিয়ে তাহার হর্ষ যত।

'কি হল তোর?' সবাই বলে, 'কলমটা কি বিঁধল হাতে?'
'জিভে কি তোর দাঁত বসালি? কামড়াল কি ছারপোকাতে?'

প্রশ্ন শুনে কান্না চড়ে অশ্রু ঝরে দ্বিগুণ বেগে,
পঞ্জিকাটি আছড়ে ফেলে বললে কেঁদে আগুন রেগে:

'ঈদ পড়েছে জষ্টি মাসে গ্রীষ্মে যখন থাকেই ছুটি,
বর্ষশেষ আর দোল তো দেখি রোববারেতেই পড়ল দুটি।

'দিনগুলোকে করলে মাটি মিথ্যে পাজি পঞ্জিকাতে
মুখ ধোব না, ভাত খাব না, ঘুম যাব না আজকে রাতে।'

একটুখানি গুঁতিয়ে দেখি

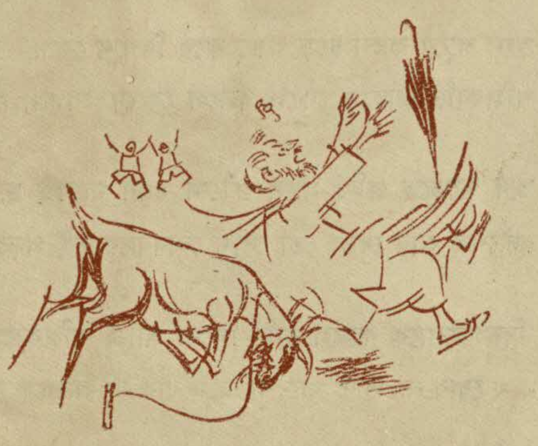
ওরে ছাগল, বল্‌তো আগে
সুড়সুড়িটা কেমন লাগে?
কই গেল তোর জারিজুরি
লম্ফঝম্ফ বাহাদুরি!
নিত্যি যে তুই আসতি তেড়ে
শিং নেড়ে আর দাড়ি নেড়ে!
ওরে ছাগল, করবি রে কি?
গুঁতোবি তো আয় না দেখি!





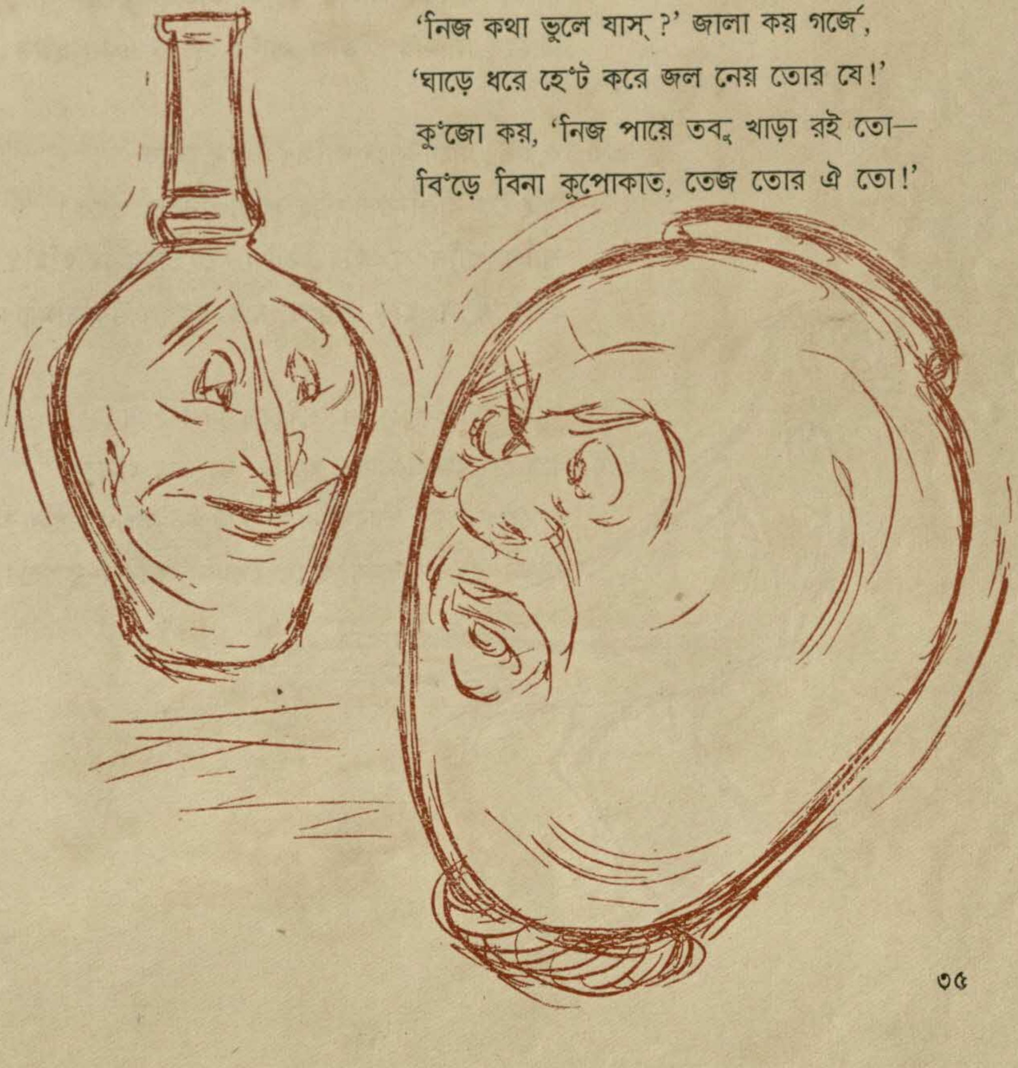
হাঁ হাঁ হাঁ, এ কেমন কথা?
এমন ধারা অভদ্রতা!
শান্ত যারা ইতরপ্রাণী
তাদের পরে চোখরাঙানি!
ঠান্ডা মেজাজ কয় না কিছু
লাগতে গেছ তারই পিছু?
শিক্ষা তোদের এমনিতর
ছি ছি ছি, লজ্জা বড়!

ছাগল ভাবে সামনে একি!
একটুখানি গুঁতিয়ে দেখি।
গুঁতোর চোটে ধড়াধড়
হুড়মুড়িয়ে ধুলোয় পড়!
তবে রে পাজি লক্ষ্মীছাড়া
আমার পরেই বিদ্যেঝাড়া?
পাত্রাপাত্র নাই কিরে হুঁশ্‌
দে দমাদম্‌ ধাপুস ধুপুস!



জালা-কুঁজো-সংবাদ

পেটমোটা জালা কয়, 'হেসে আমি মরিরে
কুঁজো তোর হেন গলা এতটুকু শরীরে!'
কুঁজো কয় 'কথা কস্ আপনাকে না চিনে,
ভুঁড়িখানা দেখে তোর কেঁদে আর বাঁচিনে।'
জালা কয়, 'সাগরের মাপে গড়া বপুখান,
ডুবুরিরা কত তোলে তবু জল অফুরান।'
কুঁজো কয়, 'ভালো কথা! তবে যদি দৈবে,
ভুঁড়ি যায় ভেস্তিয়ে, জল কোথা রইবে?'
'নিজ কথা ভুলে যাস্?' জালা কয় গর্জে,
'ঘাড়ে ধরে হেঁট করে জল নেয় তোর যে!'
কুঁজো কয়, 'নিজ পায়ে তবু খাড়া রই তো—
বিঁড়ে বিনা কুপোকাত, তেজ তোর ঐ তো!'



সঙ্গীহারা হাঁড়িচাঁচা

সবাই নাচে ফূর্তি করে সবাই গাহে গান,
একলা বসে হাঁড়িচাঁচার মুখটি কেন ম্লান?
দেখছ নাকি আমার সাথে সবাই করে আড়ি,
তাইতে আমার মেজাজ খ্যাপা মুখটি এমন হাঁড়ি।

তাও কি হয়! ঐযে মাঠে শালিখ পাখি ডাকে,
তার কাছে কৈ যাওনিতো ভাই শুধাওনিতো তাকে!
শালিখপাখি বেজায় ঠ্যাঁটা চেঁচায় মিছিমিছি,
হল্লা শুনে হাড় জ্বলে যায় কেবল কিচিমিচি।

মিষ্টি সুরে দোয়েল পাখি জুড়িয়ে দিল প্রাণ,
তার কাছে কৈ বসলে নাতো শুনলে না তার গান!
দোয়েলপাখির ঘ্যানঘ্যানানি আর কি লাগে ভালো?
যেমন রূপে তেমন গুণে তেমনি আবার কালো!







রূপ যদি চাও যাও না কেন মাছরাঙার কাছে,
অমন খাসা রঙের বাহার আর কি কারো আছে?
মাছরাঙা! তারেও কি আর পাখির মধ্যে ধরি!
রকম সকম সঙের মতন, দেমাক দেখে মরি!



পায়রা ঘুঘু কোকিল চড়াই চন্দনা টুনটুনি,
কারে তোমার পছন্দ হয়, সেই কথাটি শুনি!
এইগুলো সব ছ্যাবলা পাখি নেহাত ছোট জাত,
দেখলে আমি তফাত হঠি অমনি পঁচিশ হাত!

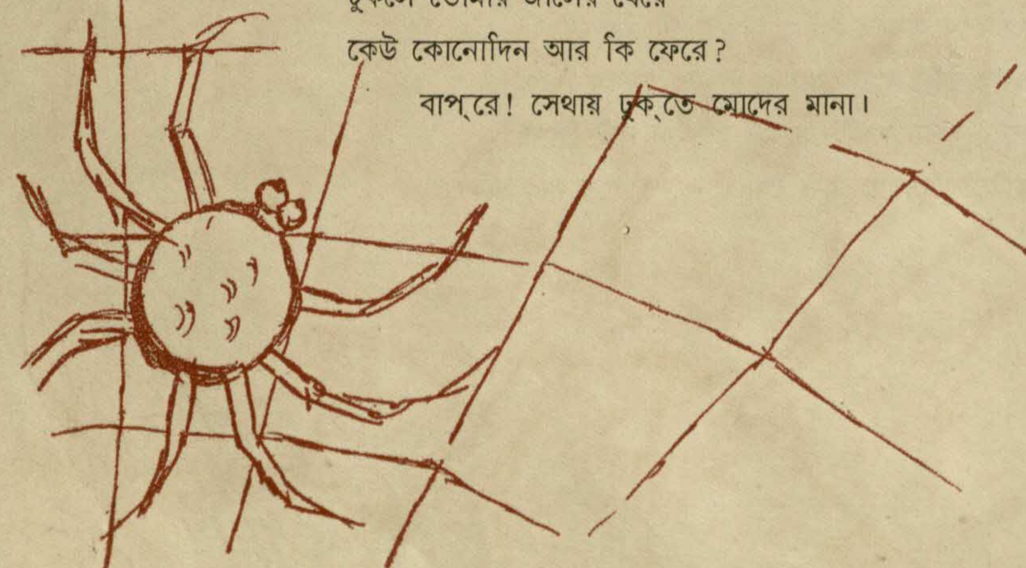
এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারখানা কি যে,
সবার তুমি খুঁত পেয়েছ, নিখুঁত কেবল নিজে!
মনের মতন সঙ্গী তোমার কপালে নাই লেখা,
তাইতে তোমায় কেউ পোঁছে না, তাইতে থাক একা।



দুষ্টু লোকের মিষ্টি কথা

মাকড়সা। সান্‌বাঁধা মোর আঙিনাতে
জাল বুনেছি কালকে রাতে
ঝুল ঝেড়ে সব সাফ করেছি বাসা।
আয় না মাছি আমার ঘরে
আরাম পাবি বসলে পরে
ফরাশ পাতা দেখবি কেমন খাসা!

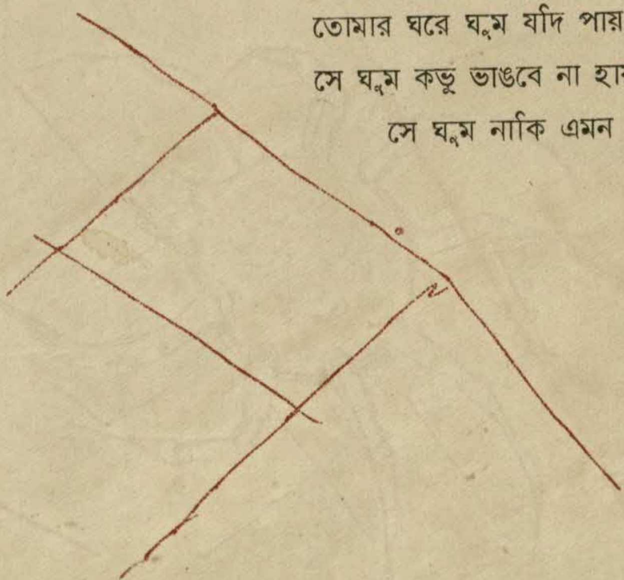
মাছি। থাক্ থাক্ থাক্ আর বলে না
আন্‌কথাতে মন গলে না
ব্যবসা তোমার সবার আছে জানা।
ঢুকলে তোমার জালের ঘেরে
কেউ কোনোদিন আর কি ফেরে?
বাপ্‌রে! সেথায় ঢুক্‌তে মোদের মানা।





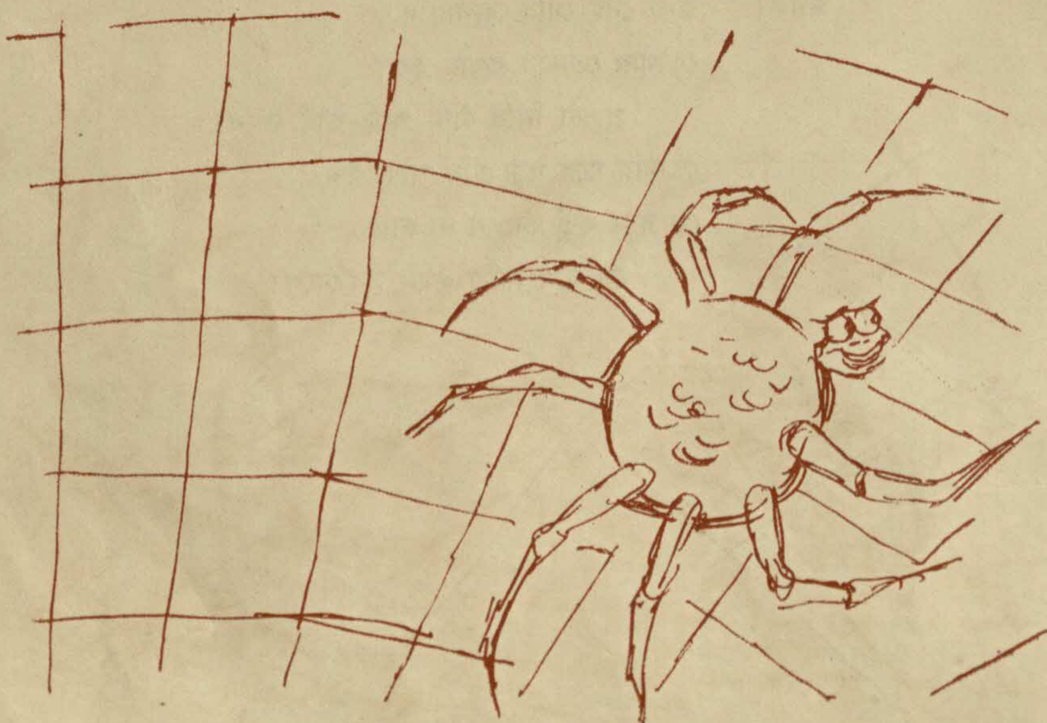
মাকড়সা। হাওয়ায় দোলে জালের দোলা
চারদিকে তার জাল্‌না খোলা
আপনি ঘুমে চোখ যে আসে জুড়ে!
আয় না হেথা হাত পা ধুয়ে
পাখ্‌না মুড়ে থাক্‌ না শুয়ে
ভন্‌ ভন্‌ ভন্‌ মরবি কেন উড়ে?

মাছি। কাজ নেই মোর দোলায় দুলে
কোথায় তোমার কথায় ভুলে
প্রাণটা নিয়ে টান্‌ পড়ে ভাই শেষে।
তোমার ঘরে ঘুম যদি পায়
সে ঘুম কভু ভাঙবে না হায়
সে ঘুম নাকি এমন সর্বনেশে!



মাকড়সা। মিথ্যে কেন ভাবিস মনে?
দেখ্‌না এসে ঘরের কোণে
ভাঁড়ার ভরা খাবার আছে কত!
দে-টপাটপ্‌ ফেলবি মুখে
নাচবি গাবি থাকবি সুখে
ভাবনা ভুলে বাদশা-রাজার মতো।

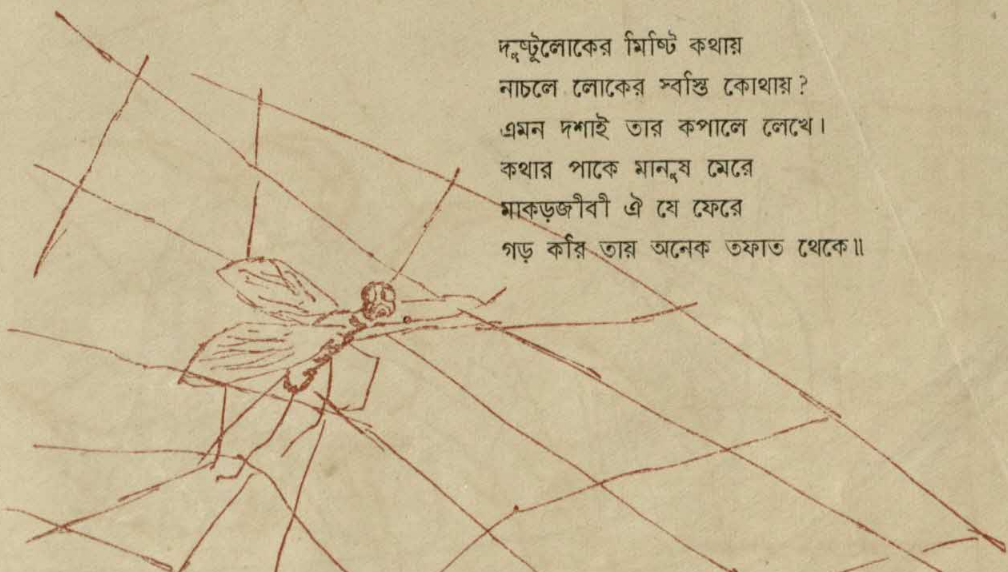
মাছি। লোভ দেখালেই ভুলবে ভবী
ভাবছ আমায় তেমনি লোভী!
মিথ্যে দাদা ভোলাও কেন খালি?
করব কি ছাই ভাঁড়ার দেখে?
প্রণাম করি আড়াল থেকে
আজকে তোমার সেই গুড়ে ভাই বালি।



মাকড়সা। নধর কালো বদন ভরে
রূপ যে কত উপ্‌চে পড়ে!
অবাক দেখি মুকুটমালা শিরে!
হাজার চোখে মাণিক জ্বলে!
ইন্দ্রধনু পাখার তলে!
ছয় পা ফেলে আয় না দেখি ধীরে।

মাছি। মন ফুর্‌ফুর্‌ ফুর্তি নাচে
একটুখানিক যাই না কাছে!
যাই যাই যাই—বাপ্‌রে একি ধাঁধা!
ও দাদা ভাই রক্ষে কর!
ফাঁদ পাতা এ কেমনতরো!
আটকা পড়ে হাত পা হল বাঁধা!

দুষ্টুলোকের মিষ্টি কথায়
নাচলে লোকের স্বস্তি কোথায়?
এমন দশাই তার কপালে লেখে।
কথার পাকে মানুষ মেরে
মাকড়জীবী ঐ যে ফেরে
গড় করি তায় অনেক তফাত থেকে॥



* বিখ্যাত ইংরিজি কবিতার অনুসরণে

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি সখের বোটে,
মাঝিরে কন, 'বল্‌তে পারিস সূর্যি কেন ওঠে?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে? জোয়ার কেন আসে?'
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, 'সারা জনম মরলিরে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি!'

খানিক বাদে কহেন বাবু, 'বল্‌তো দেখি ভেবে,
নদীর ধারা কেম্‌নে আসে পাহাড় হতে নেবে?
বল্‌তো কেন লবণপোরা সাগরভরা পানি?'
মাঝি সে কয়, 'আরে মশাই অতো কি আর জানি?'
বাবু বলেন, 'এই বয়সে জানিসনেও তাকি?
জীবনটা তোর নেহাত খেলো, অষ্ট আনাই ফাঁকি।'



আবার ভেবে কহেন বাবু, 'বল্‌তো ওরে বুড়ো,
কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ঐ চুড়ো?
বল্‌তো দেখি সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন?'
বৃদ্ধ বলে, 'আমায় কেন লজ্জা দেছেন হেন?'
বাবু বলেন, 'বল্‌ব কি আর, বল্‌ব তোরে কি তা,
দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা।'

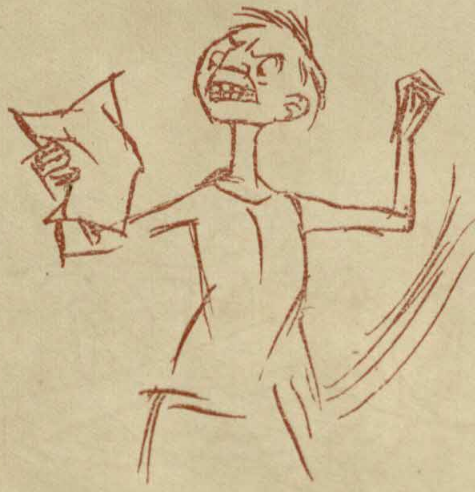
খানিক বাদে ঝড় উঠেছে ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন নৌকোখানি ডুবল্‌ বুঝি দুলে!
মাঝিরে কন, 'একি আপদ! ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুব্‌ল নাকি নৌকো এবার? মরব নাকি আজি?'
মাঝি শুধায়, 'সাঁতার জানো?' মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, 'মশাই, এখন কেন কাবু?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।'



কলম ও কালি



নিরীহ কলম, নিরীহ কালি,
নিরীহ কাগজে লিখিল গালি—
'বাঁদর বেকুব আজব হাঁদা
বকাট ফাজিল অকাট গাধা।'
আবার লিখিল কলম ধরি
বচন মিষ্টি যতন করি—
'শান্ত মানিক শিষ্ট সাধু
বাছারে, ধনরে, লক্ষ্মী যাদু।'
মনের কথাটি ছিল যে মনে,
রটিয়া উঠিল খাতার কোণে।
আঁচড়ে আঁকিতে আখর ক'টি
কেহ খুশি, কেহ উঠিল চটি!
রকম রকম কালির টানে
কারো হাসি কারো অশ্রু আনে।
মারে না, ধরে না, হাঁকে না বুলি
লোকে হাসে কাঁদে কি দেখি ভুলি?
শাদায় কালোয় কি খেলা জানে—
ভাবিয়া ভাবিয়া না পাই মনে।



ঠাকুরদাদার চশমা কোথা?
ওরে গন্‌শা, হাবুল, ভোঁতা,
দেখ্‌না হেথা, দেখ্‌না হোথা—খোঁজ্‌ না নিচে গিয়ে।

কই কই কই? কোথায় গেল?
টেবিল টানো, ডেস্কো ঠেল,
ঘরদোর সব উল্টে ফেল—খোঁচাও লাঠি দিয়ে॥

হারিয়ে পাওয়া



খুঁজছে মিছে কুঁজোর পিছে,
জুতোর ফাঁকে, খাটের নিচে,
কেউ বা জোরে পর্দা খিঁচে—বিছনা দেখে ঝেড়ে।





লাফিয়ে ঘুরে হাঁপিয়ে ঘেমে,
ক্লান্ত সবে পড়ল থেমে,
ঠাকুরদাদা আপনি নেমে আসেন তেড়েমেড়ে॥



বলেন রেগে, 'চশমাটা কি
ঠ্যাং গজিয়ে ভাগ্‌ল নাকি?
খোঁজার নামে কেবল ফাঁকি—দেখছি আমি এসে!'

যেমন বলা দারুণ রোষে,
কপাল থেকে ওমনি খসে
চশমা পড়ে তক্তপোশে—সবাই ওঠে হেসে!!

নন্দ-গুপি



হঠাৎ কেন দুপুর রোদে চাদর দিয়ে মুড়ি,
চোরের মতো নন্দগোপাল চলছে গুড়িগুড়ি?
লুকিয়ে বুঝি মুখোশখানা রাখছে চুপিচুপি?
আজকে রাতে অন্ধকারে টেরটা পাবেন গুপি!

আয়না হাতে দাঁড়িয়ে গুপি হাসছে কেন খালি?
বিরাট রকম পোশাক করে মাখছে মুখে কালি!
এমনি করে লম্ফ দিয়ে ভেংচি যখন দেবে,
নন্দ কেমন আঁতকে যাবে—হাসছে সে তাই ভেবে।

আঁধার রাতে পাতার ফাঁকে ভূতের মতন কে রে?
ফন্দি এঁটে নন্দগোপাল মুখোশ মুখে ফেরে!
কোথায় গুপি, আসুক না সে ইদিক পানে ঘুরে—
নন্দদাদার হুংকারে তার প্রাণটি যাবে উড়ে।



হেথায় কে রে! মূর্তি ভীষণ মুখটি ভরা গোঁফে,
চিমটে হাতে জংলা গুপি বেড়ায় ঝাড়ে ঝোপে!
নন্দ যখন বাড়ির পথে আসবে গাছের আড়ে,
'মার মার মার কাটরে' বলে পড়বে তাহার ঘাড়ে!

নন্দ চলেন এক পা দু পা আস্তে ধীরে গতি,
টিপিটিপি চলেন গুপি সাবধানেতে অতি।
মোড়ের মুখে ঝোপের কাছে মারতে গিয়ে উঁকি,
দুই সেয়ানে একেবারে হঠাৎ মুখোমুখি!

নন্দ তখন ফন্দি ফাঁদন কোথায় গেল ভুলি,
কোথায় গেল গুপির মুখে মার মার মার বুলি!
নন্দ পড়েন দাঁতকপাটি মুখোশ টুখোশ ছেড়ে,
গুপির গায়ে জ্বরটি এল কম্প দিয়ে তেড়ে।

গ্রামের লোকে দৌড়ে তখন বদ্যি আনে ডেকে,
কেউ বা নাচে কেউ বা কাঁদে রকম সকম দেখে।
নন্দগুপির মন্দ কপাল এমনি হল শেষে
দেখলে তাদের লুটোপুটি সবাই মরে হেসে!



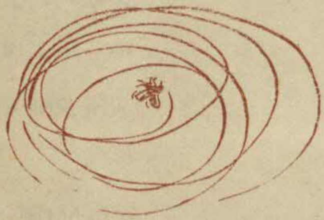
চলে হন্ হন্ ছোটে পন্ পন্

ঘোরে বন্ বন্ কাজে ঠন্ ঠন্

বায়ু শন্ শন্ শীতে কন্ কন্

কাশি খন্ খন্ ফোড়া টন্ টন্

মাছি ভন্ ভন্ থালা ঝন্ ঝন্





দাদা গো দাদা, সত্যি তোমার সুরগুলো খুব খেলে!

এমনি মিঠে—ঠিক যেন কেউ গুড় দিয়েছে ঢেলে!

দাদা গো দাদা, এমন খাসা কণ্ঠ কোথায় পেলে?

এই খেলে যা! গান শোনাতে আমার কাছেই এলে!

দাদা গো দাদা, পায় পড়ি তোর, ভয় পেয়ে যায় ছেলে—

গাইবে যদি ঐখেনে যাও, ঐ দিকে মুখ মেলে।

কেন সব কুকুরগুলো খামোখা চ্যাঁচায় রাতে?

কেন বল্ দাঁতের পোকা থাকে না ফোকলা দাঁতে?

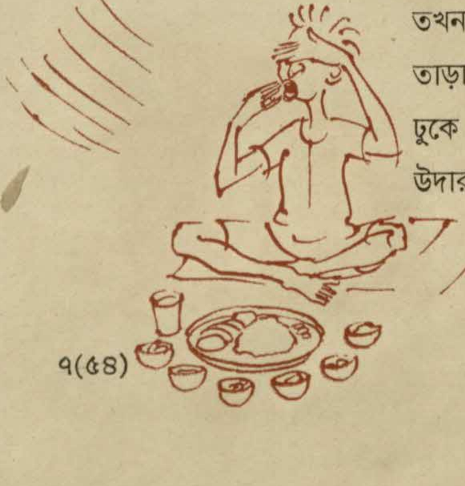
পৃথিবীর চ্যাপটা মাথা, কেন সে কাদের দোষে?

—এস ভাই চিন্তা করি দুজনে ছায়ায় বসে।



নিরুপায়

বসি বছরের পয়লা তারিখে
মনের খাতায় রাখিলাম লিখে—
'সহজ উদরে ধরিবে যেটুক,
সেইটুকু খাব হব না পেটুক।'
মাস দুই যেতে খাতা খুলে দেখি
এরি মাঝে মন লিখিয়াছে একি!
লিখিয়াছে, 'যদি নেমন্তন্নে
কেঁদে ওঠে প্রাণ লুচির জন্যে,
উচিত হবে কি কাঁদানো তাহারে?
কিম্বা যখন বিপুল আহারে,
তেড়ে দেয় পাতে পোলাও কালিয়া
পায়েস অথবা রাবড়ি ঢালিয়া—
তখন কি করি, আমি নিরুপায়!
তাড়াতে না পারি, বলি আয় আয়,
ঢুকে আয় মুখে দুয়ার ঠেলিয়া,
উদার রয়েছি উদর মেলিয়া!'



বর্ষ গেল বর্ষ এল

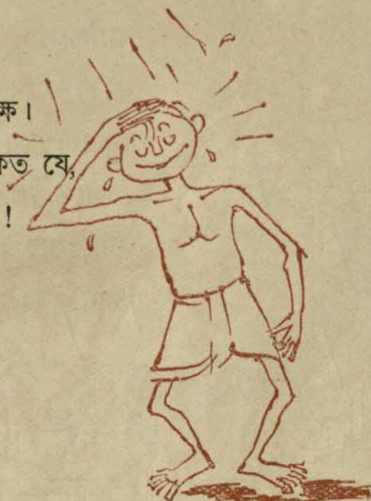
বর্ষ গেল বর্ষ এল, গ্রীষ্ম এলেন বাড়ি—
পৃথিবী এলেন চক্র দিয়ে এক বছরের পাড়ি।
সত্যিকালের এই পৃথিবী বয়স কেবা জানে,
লক্ষ হাজার বছর ধরে চলছে একই টানে।
আপন তালে আকাশ পথে আপনি চলে বেগে,
গ্রীষ্মকালের তপ্তরোদে বর্ষাকালের মেঘে।
শরৎকালের কান্নাহাসি হাল্‌কা বাদল হাওয়া,
কুয়াশা-ঘেরা পর্দা ফেলে হিমের আসা যাওয়া।
শীতের শেষে রিক্ত বেশে শূন্য করে ঝুলি,
তার প্রতিশোধ ফুলে ফলে বসন্তে লয় তুলি।
না জানি কোন নেশার ঝোঁকে যুগযুগান্ত ধরে,
ছয়টি ঋতুর দ্বারে দ্বারে পাগল হয়ে ঘোরে!
না জানি কোন ঘূর্ণীপাকে দিনের পর দিন,
এমন করে ঘোরায় তারে নিদ্রাবিরামহীন!
কাঁটায় কাঁটায় নিয়ম রাখে লক্ষযুগের প্রথা,
না জানি তার চাল চলনের হিসাব রাখে কোথা!





ঐ এল বৈশাখ

ঐ এল বৈশাখ, ঐ নামে গ্রীষ্ম,
খাইখাই রবে যেন ভয়ে কাঁপে বিশ্ব!
চোখে যেন দেখি তার ধূলিমাখা অঙ্গ,
বিকট কুটিলজটে ভ্রূকুটির ভঙ্গ।
রোদে রাঙা দুই আঁখি শুকায়েছে কোটরে,
ক্ষুধার আগুন যেন জ্বলে তার জঠরে!
মনে হয় বুঝি তার নিঃশ্বাস মাত্রে,
তেড়ে আসে পালাজ্বর পৃথিবীর গাত্রে!
ভয় লাগে হয় বুঝি ত্রিভুবন ভস্ম,
ওরে ভাই ভয় নাই পাকে ফল শস্য!
তপ্ত ভীষণ চুলা জ্বালি নিজ বক্ষে,
পৃথিবী বসেছে পাকে, চেয়ে দেখ চক্ষে।
আম পাকে, জাম পাকে, ফল পাকে কত যে,
বুদ্ধি যে পাকে কত ছেলেদের মগজে!



বর্ষার পদ্য

কাগজ কলম লয়ে বসিয়াছি সদ্য,
আষাঢ়ে লিখিতে হবে বরষার পদ্য।
কিযে লিখি কিযে লিখি ভাবিয়া না পাইরে,
হতাশে বসিয়া তাই চেয়ে থাকি বাইরে।
সারাদিন ঘনঘটা কালোমেঘ আকাশে,
ভিজে ভিজে পৃথিবীর মুখখানা ফ্যাকাশে।
বিনা কাজে ঘরে বাঁধা কেটে যায় বেলাটা,
মাটি হল ছেলেদের ফুটবল খেলাটা।
আপিসের বাবুদের মুখে নাই ফুর্তি,
ছাতা কাঁধে জুতা হাতে ভ্যাবাচ্যাকা মূর্তি।
কোনোখানে হাঁটু জল, কোথা ঘন কর্দম,
চলিতে পিছল পথে পড়ে লোকে হরদম।
ব্যাঙেদের মহাসভা আহ্লাদে গদ্গদ্,
গান করে সারারাত অতিশয় বদ্খৎ।



বাদলের ধারাপাত

জল ঝরে জল ঝরে সারাদিন সারারাত,
অফুরান নামতায় বাদলের ধারাপাত।

আকাশের মুখ ঢাকা, ধোঁয়ামাখা চারিধার,
পৃথিবীর ছাত পিটে ঝমাঝম বারিধার।

স্নান করে গাছপালা প্রাণখোলা বরষায়,
নদীনালা ঘোলাজলে ভরে ওঠে ভরসায়।

উৎসব ঘনঘোর উন্মাদ শ্রাবণের,
শেষ নাই শেষ নাই বরষার প্লাবনের।

জলে জলে জলময় দশদিক টলমল,
অবিরাম একই গান, ঢালো জল ঢালো জল।

ধুয়ে যায় যত তাপ জর্জর গ্রীষ্মের,
ধুয়ে যায় রৌদ্রের স্মৃতিটুকু বিশ্বের।

শুধু যেন বাজে কোথা নিঃঝুম ধুকধুক,
ধরণীর আশা ভয়, ধরণীর সুখদুখ।

এ কেমন কারবার

শুন রে আজব কথা, শুন বলি ভাই রে,
বছরের আয়ু দেখ আর বেশি নাই রে।
ফেলে দিয়ে পুরাতন জীর্ণ এ খোলসে,
নূতন বরষ আসে, কোথা হতে বল সে।
কবে যে দিয়েছে চাবি জগতের যন্ত্রে,
সেই দমে আজও চলে না জানি কি মন্ত্রে!
পাকে পাকে দিনরাত ফিরে আসে বার বার,
ফিরে আসে মাস ঋতু—এ কেমন কারবার!
কোথা আসে কোথা যায় নাহি কোনো উদ্দেশ,
হেসে খেলে ভেসে যায় কত দূর দূর দেশ।
রবি যায় শশী যায় গ্রহ তারা সব যায়,
বিনা কাঁটা কম্পাসে বিনা কল কব্জায়।
ঘুরপাকে ঘুরে চলে, চলে কত ছন্দে,
তালে তালে হেলে দুলে চলেরে আনন্দে!

বাংলা শিশুসাহিত্যের এক নম্বরের বই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যদি তালিকা করা যায়, সে-তালিকা যেখানেই শেষ হোক, এর প্রথম স্থান অবধারিত। ছড়া, ছন্দ, ছবি—তিনে মিলেই অতুলনীয় ছিল; এবার এদের সঙ্গে ছাপা জুটে আসর মাৎ করেছে। যুগে-যুগে যত ছেলে-মেয়ে আসবে এ-দেশে, প্রত্যেককে তার আনন্দের অভিজ্ঞতা নিতে হবে এ-বই থেকে। এ শুধু একটা বই নয়, এ একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। দাম ২৸০

আ বো ল তা বো ল

হ-য-ব-র-ল

সাত দুগুণে চোদ্দর চার নামে, হাতে থাকে কি? হাতে থাকে পেনসিল। মাথায় যদি টাক থাকে, তবে তা কি করে কাজে লাগাবে? হিসেব লিখে। কেউ পড়ে যেতে যেই বলেছ ষাট-ষাট, অমনি নিলামে ডাক চড়বে, একষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি। বিচার করে তিন মাস জেল আর সাত দিনের ফাঁসি হুকুম হল, কিন্তু আসামী কই? তখন লোক ধরে আনতে ছুটল আসামে। পণ্ডিত কাক, বি-এ পাশ ছাগল, উকিল কুমির আর হাকিম হুতোম প্যাঁচা—হাসির হুল্লোড়। বড় টাইপ। অসংখ্য ছবি। দাম ২৲ টাকা

ছেলেমেয়েদের জন্য সত্যিকারের হাসির নাটক আমাদের দেশে নেই। সুকুমার রায়ের **ঝালাপালা** সেই লজ্জা, সেই অভাব দূর করল এতদিনে। 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'অবাক জলপান', 'হিংসুটে'—হাসির বারুদে ঠাসা চার-চারটি নাটক এ বইএ—যেমন মজার গান, কথাবার্তা, তেমনি সব মজাদার চরিত্র। মলাটে, ছবিতে, ছাপায় অনিন্দ্যসুন্দর। স্বরলিপিসহ তৃতীয় সংস্করণ। দাম ২৲ টাকা

ঝা লা পা লা

পা গ লা দা শ্

আচ্ছা, নাম শুনে কি মনে হয়? আমাদের দাশু কি সত্যি-সত্যি পাগল, না কেবল মিচকেমী করে? কাগাবগা করে চুল ছাঁটা, কাক-তাড়ানো চেহারা, কিন্তু বলতে পারো, সে পেন্টেলুন পরে কেন? পেন্টেলুন পরে ভালো করে ইংরিজি শিখবে বলে। থিয়েটারে তাকে পার্ট দেবে না ভেবেছ? প্রতিহারীকে ঠেলে ফেলে স্টেজে ঢুকে সে বলে উঠবে, 'চেয়েছিলে জোর করে ঠকাতে আমারে?' তাকে না দিয়ে যদি কেউ মিহিদানা খেতে চায়, দেখবে মিহিদানা চীনে পটকা হয়ে গেছে। তেমনি উপক্রমণিকা হয়ে গেছে ডিটেকটিভ উপন্যাস। আর শুধুই কি দাশু? চালিয়াৎ শ্যামচাঁদ, সবজান্তা দুলিরাম, বৈজ্ঞানিক ভোলানাথ, আর মন্দকপাল নন্দ? সব শেষে যজ্ঞি-দাসের মামা? সবাই এক-একটি রত্ন। এমন রচনা শুধু সুকুমার রায়ই করতে পারেন। অজস্র মজার ছবি। দাম ২৷৹

ব হু রূ পী

সুকুমার রায়ের অপ্রকাশিত রচনা—গল্পে, কবিতায়, ছন্দে—অপূর্ব, অদ্ভুত। পড়ে ছেলেমেয়েরা অনেক দিন পর অনেকক্ষণ ধরে হাসবে। লেখার সঙ্গে মিলেছে এসে ছবি, সোনার সঙ্গে যেমন সোহাগা। দাম দু'টাকা কিন্তু মনে হবে যেন হাতের মুঠোতে চাঁদ নিয়ে চলেছি।